আজকের কাগজ
তারিখ ...12 OCT 1991
পৃষ্ঠা... ৪ কলাম ৬

32

প্রসঙ্গঃ ১৯৯২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নের ধারা এবং মান বন্টন

অভিমত

কামরুল হুদা পথিক

এখন যে সকল ছাত্র-ছাত্রী দশম শ্রেণীতে পড়ছে তারা ১৯৯২ সালে প্রথমবারের মতো একটা নতুন পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। যদিও নৈর্ব্যক্তিক 'কৃতিত্ব অভীক্ষা' সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে এ সকল ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞাত, কিন্তু বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় ১৯৯২ সালেই প্রথমবারের মতো এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো বিষয়ের মোট নম্বরের ৫০ শতাংশ 'নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভীক্ষা' এবং বাকি ৫০ শতাংশ রচনামূলক (?) প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে (কিছুদিন আগে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে পদ্ধতিগতভাবে শিথিলতা আনা হয়েছে। এতে অংক বিষয়ে কোনো নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভীক্ষা থাকবে না)।

'নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভীক্ষা' বলতে কি বুঝায় এ প্রশ্নের ধরণ কি রকম হবে? উত্তর পদ্ধতি কি রকম হবে? এসব বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সম্যক ধারণা অর্জন করতে পেরেছে। এ বিষয়ে সহযোগিতা করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন বিষয়ের নমুনা বই। এ থেকে শিক্ষকরা সঠিক ধারণা পেয়ে গত পরীক্ষাগুলোতে সঠিকভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে ও পেরেছেন।

কিন্তু বাকি ৫০ শতাংশের পরিবর্তিত প্রশ্নের ধারা এখনও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অজানা। এ সম্পর্কে বিষয় শিক্ষকরাই কতটুকু জ্ঞাত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যদিও ক'মাস আগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত "মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী (প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন)" -নামে একটি বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছেন। তাতেও ছাত্র-ছাত্রীদের রচনামূলক প্রশ্নের উপর উপযুক্ত ধারণা দেয়া যাচ্ছে না।

আমি শুধু একটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো। বিষয়টি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র (অর্থনীতি ও পৌরনীতি)। সহজেই বোঝা যাচ্ছে ৫০ নম্বরের মধ্যে অর্থনীতি ও পৌরনীতি উভয়ের ২৫ নম্বর করে প্রাপ্য। উল্লেখ্য, প্রত্যেকের জন্যে একক বই রয়েছে। প্রেরিত বইতে সিলেবাস দিয়েছেন এবং প্রশ্নের ধারা দিয়েছেন। লেখা আছেঃ

রচনামূলক—২৫

১। তত্ত্বীয় অংশ থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো একটি উত্তর দিতে হবে। ৭ X ১=৭

২। তত্ত্বীয় অংশ থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৬ X ১=৬

৩। বাংলাদেশ অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৬ X ২=১২

মোট= ২৫

উল্লেখ্য, আলোচিত বিষয় অর্থনীতিতে তত্ত্বীয় ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে দু'পর্যায়ের আলোচনা আছে। এজন্যে পূর্বের প্রশ্নপত্র ছিলো ৪টি অংশে বিভক্ত। এক) তত্ত্বীয় অংশের ৩টি বড় প্রশ্নের মধ্যে ১টির উত্তর দিতে হতো (নম্বর ১৫), দুই) তত্ত্বীয় অংশের ৪টি ছোট প্রশ্নের ২টির উত্তর দিতে হতো। নম্বর ২X৫=১০। তিন) বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকে ২টি বড় প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হতো। (নম্বর -১৫)। চার) বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকে ৪টি ছোট প্রশ্নের মধ্যে ২টির উত্তর দিতে হতো। (নম্বর ২ X ৫=১০)।

সেক্ষেত্রে ১৫ নম্বরের ২টি বড় প্রশ্ন ও ৫ নম্বরের ৪টি ছোট প্রশ্ন ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটের জন্যে করা হতো বলে সময়, নম্বর অনুযায়ী প্রশ্নের আকার নির্ধারণে কোনো অসুবিধা হতো না।

কিন্তু বর্তমানে 'নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভীক্ষা' ৫০ নম্বরের জন্য ৫০ মিনিট বাদ দিলে বাকি ২ ঘন্টা ১০ মিনিটের অর্ধেক ১ ঘন্টা ৫ মিনিটের জন্যে ২৫ নম্বরের ৪টি প্রশ্ন করতে হবে। বলা হয়েছে রচনামূলক প্রশ্ন, কিন্তু নম্বর ৭ ও ৬। এখন ৭ ও ৬ মানের জন্যে প্রশ্নের পার্থক্য কি রকম হতে পারে। আবার তত্ত্বীয় অংশের কোনো কোনো অংশে ৭ মানের প্রশ্নের জন্যে এবং কোনোগুলো ৬ মানের প্রশ্নের জন্যে তা বোধগম্য নয়। সবগুলোকে বড় আকারের প্রশ্ন করলে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সময়ের ব্যাপার, তেমনি সবগুলো ছোট প্রশ্নও করা উচিৎ নয়। তাহলে কি রকম হবে প্রশ্নের আকার? সমস্ত বই থেকে (সিলেবাস অনুযায়ী ১০টি অধ্যায়, যেখানে প্রতিটি অধ্যায়েরই উপ-বিভাগ রয়েছে)। আগে করতে হতো ১৩টি প্রশ্ন। এখন করতে হবে মাত্র ৮টি। যার নির্বাচন নিঃসন্দেহে কঠিন বিষয়। ফলে শিক্ষকদের ছাত্র-ছাত্রীদের একটা অনুমান নির্ভর ধারণা দিতে হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার হলে একেবারে নতুন ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 'নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভীক্ষা'তে মতো রচনামূলক প্রশ্নেরও একটা নমুনাপত্র প্রেরণ আবশ্যক ছিলো। সম্ভব হলে এখনও পাঠালে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হতে পারবে।

অবশ্য এখন রচনামূলক পরীক্ষায় ফেল করলে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না বলে আমার অভিমতের গুরুত্ব নাও পেতে পারে। কারণ আমার জানা এক ছাত্র নৈর্ব্যক্তিক ৫০-এর মধ্যে ৪২ এবং রচনামূলক ৫০-এর মধ্যে ২পেয়ে মোট নম্বর পেয়েছে (৪২+২) =৪৪। অভ্যন্তরীণভাবে ঐ ছাত্রকে যতটা নির্বোধ মনে হোক না কেন, আমাদের অতি উদার শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে মাঝারি মানের ছাত্র বলে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করেছে।

কামরুল হুদা পথিকঃ প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া।